সমবায় সংগ্রাম

নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপত্র

ই-ম্যাগাজিন | বিশেষ সংখ্যা | ১লা জুলাই, ২০২৩

সূচীপত্র ঃ——

- সম্পাদকীয়
- **Manada Amar Rahe** - Rajen Nagar
- **কমঃ মনোরঞ্জন বোস** - কমল ভট্টাচার্য্য
- **আমার ট্রেড ইউনিয়ন গুরু** -অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার
- **তুমি রবে হৃদয়ে মম** - তপন কুমার বসু
- **মনাদা স্মরনে দু-চার কথা** - শিবপ্রসাদ বাউল
- **মনাদাকে যেমন দেখেছি** - অমর নাথ বেরা
- **AIBEA**
- **BPBEA**

উপদেষ্টা মন্ডলী

কমল ভট্টাচার্য্য,
রাজেন নাগর,
অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার,
অশোক রায়

সাধারণ সম্পাদক

তপন কুমার বোস

সম্পাদক

অমর নাথ বেরা

।। সম্পাদকীয় ।।

পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যা শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন বোস-এর স্মরণে উৎসর্গ করেছি। ৯৫ বছরের দীর্ঘ জীবনে, সারাদেশের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে তিনি স্বমহিমায় বিচরণ করেছেন। এই পথ চলায় তাঁর ভাবশিষ্য, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত কতিপয় জনের লেখার পুষ্প অর্ঘ দিয়ে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি সাজিয়েছি। লেখকেরা মনাদাকে যেমন দেখেছেন তা তাদের লেখনিতে তুলে ধরেছেন। যাতে আগামী প্রজন্ম মনাদাকে জানতে ও বুঝতে তার আদর্শ, জীবন চর্চাকে অনুসরণ করতে পারেন।

রাজ্য ফেডারেশনের আসন্ন ২১তম রাজ্য সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা মনোরঞ্জন বসুর আদর্শ শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবেন, শ্রদ্ধা জানাবেন। সেই আলোচনার ধারায় উঠে আসবে, সমবায় ব্যাঙ্কের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি কর্মচঞ্চল, প্রাণবন্ত ও আজকের দিনের উপযোগী শক্তিশালি সংগঠন। সেটাই হবে প্রয়াত কমরেড মনোরঞ্জন বসুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।

Manada Amar Rahe

Rajen Nagar
President, AIBEA & General Secretary, BPBEA

Com. Manoranjan Bose, my Guru and Leader, left us forever on 8th February, 2023 at the age of 95 years with his boot on. He was born on 30th March, 1928 and remain associated, as Cadre, Leader and Leader of Leaders, since the day of formation of AIBEA on 20th April, 1946 at Calcutta (now Kolkata) till his final day to leave the earth. He was a knowledgeable, fighter, organiser and teacher to many of us and affectionately known as Monada by the Bank Employees. His commitment and vision to Bank Employees Movement and Working Class Movement, as well, will always remain as a guiding principle. He was a regular participant in all the struggles even at this age and constantly inspiring us. It is very hard to find such versatile personality in Trade Union Movement. A living legend and encyclopaedia of Banking Laws, Labour Laws, man like Monada are rarely born. He was working in Lloyds Bank. Com. Prabhat Kar, the legendary of leader of Bank Employees of the country was also working in Lloyds Bank. In 1948 after India became Independent and a Sovereign country Com. Prabhat Kar was dismissed by the British authority of Lloyds Bank for leading a strike of Bank Employees of Bengal in support of Central Bank Employees struggle. Along with Com. Prabhat Kar, 40 other employees of Lloyds Bank were also dismissed. Monada was one amongst them. After years of legal battle Monada got back the job in Lloyds Bank but did not join since by then he got a job in Eastern Bank. In his own words, "Com. Prabhat Kar influenced me very much. In fact he helped me in getting this job." There was no Union in Eastern Bank at that time. He was instrumental in forming All India Co-ordination Committee of Eastern Bank Employees covering all the branches in India. He became Secretary. When Chartered Bank took over Eastern Bank, the management decided to retrench 25 employees in Cochin Branch. Struggle started. This ultimately resulted in the ID Act getting amended, defining rules for amalgamation of Banks eventually. Management was compelled to take 25 employees retrenched from Eastern Bank, Cochin. After merger of Eastern Bank with Chartered Bank, Chartered Bank Employees' Federation was formed and Monada became the General Secretary of the Federation. In BPBEA he was always working with various tasks, whether he

was an Office-Bearer or not. He was a member of Council of Action which was formed to guide the 31 days strike of the Bank employees of Bengal in 1957. Com. Prabhat Kar, as Monada remembered, felt that the struggle should not have been launched without proper consultations and preparations but as a true democrat and discipline soldier he led the strike as a decision was taken in democratic forum of BPBEA. Eventually Dr. B C Roy, the then Chief Minister of West Bengal, Ashok Sen and others interfered. Sri Salim Marchant was asked to adjudicate. In the end the demand could not be achieved but credibility of BPBEA and its movement were all at its top form there was not a single of victimisation later Sri Salim Marchant recommended that the Dearness should be on quarterly basis. Monada appeared before various Tribunals like Sastri Tribunal, K T Desai Tribunal also. His deep understanding about the Labour Laws helped many small Unions of Bank Employees in West Bengal immensely. He had no prejudice or vanity in extending helping hand to the leadership oft the various Unions. He became the Treasurer of AIBEA in 1956. He was also a member of the Technical Sub-committee of AIBEA that was formed to assist the Negotiating Committee during first Bipartite Settlement. He took keen interest in the problems of the Co-operative Bank Employees. He was the Founder General Secretary of All Bengal Co-operative Bank Employees' Federation and Chief Advisor till his death. He was one of the Vice Presidents of All India Co-operative Bank Federation formed in 1987. He was Vice President of BPBEA for a long time. For Co-operative Bank Employees, he was so closed to them that he became a house hold name almost in every Co-operative Bank Employees. Co-operative Bank Employees today are enjoying standardised wages, Service Conditions and the social status, contribution of Monada cannot be measured. It can't be imagined how laborious and difficult it was to organise the Co-operative employees spread over the State. Despite such adverse circumstances Co-operative Employees under the leadership of Monada could put pressure on the Government and two Pay Committees popularly known as Krishnamurty Pay Committee and B B Mondal Pay Committee were formed and his contribution along with Com. Sushil Ghosh, former Office-Bearer of AIBEA and former President of All India Co-operative Bank Employees' Federation was immense. To implement the recommendations of B B Mondal Pay Committee Government was dilly and dallying, BPBEA decided to call upon the Bank Employees of the State to go on strike.

Ultimately Government yielded and implement the B B Mondal Committee's recommendations. There have been various struggles of the Co-operative Bank Employees against the closure of Co-operative Banks of different tires under the leadership Monada made all the attempts of authorities null and void. The history of Co-operative Bank Employees movement of West Bengal cannot be complete without mentioning the contribution of Monada. His understanding, dynamism in Co-operative movement was second to none. Even for the Commercial Bank Employees of different Banks Monada was a great help in guiding them. His simplicity, conviction, understanding to the cause are really adorable. He co-authored the first edition of Bankmen Service Conditions along with Com. Rajen Nagar, the then General Secretary of Bank of Baroda Employees' Union and presently the General Secretary of BPBEA and President of AIBEA.

For the Bank Employees of Bengal Monada was not a leader but a Comrade in arms. To approach a leader of his stature was not at all difficult. His frankness, understanding make all of us who have worked with him in the front have made a lasting imprint in our minds, it can't be erased easily. His name will inspire all of us forever.

The mortal remain of Monada was consigned to flame on 9th February, 2023.

Monada will always remain in our thought and acts.

কমঃ মনোরঞ্জন বোস

কমল ভট্টাচার্য, চেয়ারম্যান, বিপিবিইএ

কমঃ মনোরঞ্জন বোস, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মনাদার সম্বন্ধে লিখবার জন্য নিখিল বঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। মনাদার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল দীর্ঘ দিনের। ১৯৬২ সাল থেকে যখন সক্রিয়ভাবে ইউনিয়ন করা শুরু করি তখন থেকেই আমার মনাদার সঙ্গে পরিচয়। সেই পরিচয় কিছুদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। নেতা সুলভ কোন মনোভাব মনাদার মধ্যে ছিল না। ১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা কমঃ প্রভাত করকে লয়েডস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করেন, অজুহাত প্রভাত কর বিপিবিইএ-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দেন এবং এই ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন। কমঃ প্রভাত সঙ্গে লয়েডস ব্যাঙ্কের আরো চল্লিশজন কর্মচারী ছাঁটাই হন। চল্লিশ জনের একজন ছিলেন কমঃ মনোরঞ্জন বোস। দীর্ঘ আইনী লড়াইয়ের পর মনাদা লয়েডস ব্যাঙ্কের চাকরী ফিরে পান কিন্তু তিনি লয়েডস ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দেন নি কারণ ইতিমধ্যে তিনি ইষ্টার্ন ব্যাঙ্কের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কমঃ প্রভাত করকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল মনাদা ছিলেন তার অন্যতম। সর্বভারতীয় চার্টার্ড ব্যাঙ্ক ফেডারশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমঃ মনোরঞ্জন বোস। পরবর্তীকালে, যখন তিনি নেতৃত্বে নেই তখন চার্টার্ড ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব মনাদাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁকে হেনস্থা করেন। এই রাজনৈতিক চাপ মনাদাকে হতোদ্যম করতে পারে নি। তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টভঙ্গিকে সকলেই শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৫৭ সালের ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটকে সফল করার জন্য যে কাউন্সিল অফ অ্যাকশন তৈরী হয়েছিল মনাদা তার অন্যতম সদস্য ছিলেন। শিল্প বিরোধ আইন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক ইউনিয়নকে সাহায্য করেছিল। এব্যাপারে তাঁর কোন অহমিকা ছিল না। পশ্চিম বাংলার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগাযোগ এত গভীর ছিল যে প্রায় প্রতিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের পরিবারের কাছে তিনি ছিলেন একটি পরিচিত নাম। তিনি দীর্ঘদিন বিপিবিইএ-র সহ সভাপতি ছিলেন। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ঠিক করার জন্য যখন কৃষ্ণমূর্তি পে-কমিটি তৈরী হয়, কমঃ সুশীল ঘোষ ও মনাদা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কমঃ সুশীল ঘোষ ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের একটি পরিচিত নাম। তিনি বিপিবিইএ-র দীর্ঘ দিনের সাধারণ সম্পাদক ও সহ সভাপতি এবং এ আই বি ই এ-র সহ সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীকালে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন কাঠামো সংশোধনের জন্য বিধান সভার সদস্য ভক্তিভূষন মণ্ডলের সভাপতিত্বে পে-কমিটি গঠিত হয়। এই পে-কমিটির সুপারিশের ক্ষেত্রে মনাদার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে এই পে-কমিটির সুপারিশ কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। বিপিবিইএ ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নেয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয় পে-কমিটির সুপারিশ চালু করতে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সঙ্গে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলনকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে মনাদার অবদান ভুলবার নয়। মনাদার আন্দোলনের প্রতি দৃঢ়তা ছিল আদর্শনীয়। যে কোন সমস্যা সহজভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ছিল মনাদার। তাঁর নেতৃত্বে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা ত্রিস্তর কাঠামোর অনেক শাখাকে বন্ধ করার প্রয়াসকে ব্যর্থ করে। জন্ম লগ্ন থেকেই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা মনাদার নেতৃত্বে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে দ্বিস্তর প্রথা চালু করার দাবী করেছিলেন যা আজ সর্বভারতীয় দাবী।

পশ্চিম বাংলার ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা মনাদাকে একজন সহযোদ্ধা হিসেবেই দেখতো যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পায়ে পা মিলিয়ে চলেছেন। তাঁর খোলামেলা স্বভাব, চিন্তার গভীরতা আমার মতো অনেকের মনেই ছাপ ফেলেছিল যা সহজে মুছবার নয়। মনাদার কর্মকাণ্ড প্রকটিত নয়। নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ কোনদিন তাঁর ছিল না। একটা শিশুসুলভ সরলতা তাঁর মধ্যে বিরাজ করতো। মনাদার প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয়নি।

মনাদা অমর রহে।

আমার ট্রেড ইউনিয়ন গুরু — 'মনাদা'

অমরেন্দ্র নাথ পোদ্দার

কমরেড মনোরঞ্জন বোস, মনাদা নামে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে বেশী পরিচিত। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে একজন দিকপাল। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত করে ১৯৬৭ সালে নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন গড়তে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পারিবারিক জীবনে ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে তাঁর ত্যাগের কথা বারবার স্মরণ করতে হয়। তিনি বিদেশী ব্যাঙ্কে কাজ করা সত্ত্বেও সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জীবন জীবিকার মান উন্নতিতে ও সমবায় আন্দোলনে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে প্রবাদ প্রতিম পুরুষ কমঃ প্রভাত করের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং একই সঙ্গে ছাঁটাই হয়েছেন। তাদের এই ত্যাগের কথা মনে করলে আমরা প্রেরণা পাই। তার নিকটতম বন্ধু চিররঞ্জন সেনগুপ্ত একসঙ্গে এ.আই.বি.এ. ইউনিয়ন করেছেন মিঃ সেনগুপ্ত ব্যাঙ্কের অফিসার হয়ে পরবর্তীকালে United Bank of India এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন কিন্তু মনাদা ব্যাঙ্কের অফিসার হওয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি সভ্যদের সঙ্গে থেকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের মান উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন। এ.আই.বি.ই.এ. ও বি.পি.বি.ই.এ. সংগঠনে বিভিন্ন পদে অলঙ্কৃত করেছেন। সারা ভারতের ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্বগণ তাঁকে দিয়েছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ৭৫ বছরের বেশী সময় ধরে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিয়ে মাটির কাছে থেকে আন্দোলন করেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন। বিদেশী ব্যাঙ্কের কর্মচারী হয়েও ১৯৬৭ সাল থেকে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের আপনজন হয়ে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যে সেবা করেছেন তা চিরকাল মনে রাখার মত।

১৯৬৭ সালে বি.পি.বি.ই.এ.-র নেতৃত্বে ২৪ পরগনার বারাসাত শহরে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের একটি কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের জন্ম হয় এবং একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। প্রথম কমিটির সভাপতি ছিলেন কমঃ প্রভাত কর ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন কমঃ মনোরঞ্জন বোস। এছাড়াও কমঃ সুশীল ঘোষ, রাখালরাজ চট্টোপাধ্যায় এবং জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ কনভেনশনের প্রধান লক্ষ ছিল সারা রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিয়ে ইউনিয়ন সংগঠিত করা ও ব্যাঙ্কের সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য 'পেস্কেল ও ডি.এ.'-র ব্যবস্থা করা।

মনাদা জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠিত করতে তৎপর হলেন কিন্তু জেলায় দ্রুততার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠল বিশেষ করে জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মনাদা সভা করা শুরু করলেন, কর্মচারীরা নতুন নতুন কথা শুনে মুগ্ধ হলেন কারণ বেশীরভাগ সমবায় কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে খুবই অজ্ঞ ছিলেন। মনাদার নেতৃত্বে শুরুহলো নতুন পথের দিশা। ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে। এই সম্মেলনে আমাদের ইউনিয়নের নেতৃত্বের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সম্মেলনে মনাদা সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করছেন মন দিয়ে

শুনছিলাম নানা কথা, নানা বিষয়ে যা কোনদিন শুনিনি বা ভাবিনি। মনে হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের জন্য এত ভাবনা আছে। একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ সম্পাদক অর্থাৎ মনাদার সঙ্গে বিতর্কে শুরু করেছিলাম। সম্মেলন শেষে মনাদা আমাকে ডেকে নিলেন এবং সমস্ত বিষয়টা বোঝালেন। সেই আমার প্রথম পরিচয় মনাদার সঙ্গে তারপর দীর্ঘ ৫৪বছর ধরে মনাদা শুধু দাদা নয় ট্রেড ইউনিয়ন গুরু হয়ে গেলেন। আমি নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক চাকুরীর সুবাদে ১৯৬৭ সাল থেকে ট্রেড ইউনিয়নে হাতে খড়ি তারপর থেকে শিক্ষা পেয়েছি মনাদার কাছ থেকে। ১৯৬৮ সালে আমাদের সংগঠন নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকৃত হলো।

সারা রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা খুবই কম বেতন পেতেন যা তখনকার কর্মাশিয়াল 'C' ক্লাস ব্যাঙ্কের সমতুল্য ছিল না। আমাদের ফেডারেশন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে, মনাদার নেতৃত্বে ও প্রচেষ্টায় ফেডারেশন দাবী মেনে কৃষ্ণমূর্তি পে-কমিটি গঠিত হলো Uniform পেস্কেল, ডি.এ. সার্ভিস কমিশন প্রভৃতিসহ রিপোর্ট প্রকাশিত হলো যা সমবায় কর্মচারীদের কাছে বড় পুরষ্কার পাওয়ার মত। শুরু হলো সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে কৃষ্ণমূর্তি পে-কমিটি চালু করতে সমবায় ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের আন্দোলন। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ভাবতেই পারিনি পে-স্কেলের দাবী মেনে কৃষ্ণমূর্ত্তি পে-কমিটির রিপোর্ট হাতে আসবে। ফেডারেশনের কাছে পে-কমিটি করতে যে প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে তার চেয়ে বেশী কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে পে-কমিটির রিপোর্ট চালু করতে। মনাদার নেতৃত্বে জেলায় জেলায় সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চলে দীর্ঘদিন ধরে।

রাজ্যে তিন ধরণের সমবায় ব্যাঙ্ক আছে ১) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, ২) এগ্রিঃ এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ৩) আরবান ব্যাঙ্ক। ২৪ পরগনা জেলায় ২টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল একটি নদার্ন ২৪ পরগনা ও অন্যটি সাউথ ২৪ পরগনা। এই ব্যাঙ্ক ২টির মনোটরিয়াম ঘোষণা হয়। তাদের স্থায়িত্ব নিয়ে নানা সন্দেহের অবকাশ জন্মায়। এদিকে ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা টাকা তুলতে পারছে না অন্যদিকে কর্মচারী চাকুরী যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে। এ সময় মনাদার নেতৃত্বে ও বি.পি.বি.ই.এ. সহযোগিতায় আন্দোলন ও তৎপরতা শুরু হলো। পরবর্তীকালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এই ২টি ব্যাঙ্ক সহ কুচবিহার ব্যাঙ্ক সংযুক্ত করার ফলে আমানতকারী ও কর্মচারীদের কালো মেঘ কেটে যাওয়ার পথ প্রশস্থ হয়। আজ ব্যাঙ্ক গুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা হিসাবে কাজ করছে।

বালুরঘাট এ.আর.ডি.বি. ও কোচবিহার এ.আর.ডি.বি. ব্যাঙ্কের লিকুইডেশনের প্রস্তাব বাতিলের জন্য ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাফল্য আসে। এই আন্দোলনে বি.পি.বি.ই. বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সমবায় আইনে ৫৩(৩) ধারা সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের ট্রেড করার অধিকার খর্ব করার প্রতিবাদে সারা রাজ্যে সমবায় কর্মচারীদের আন্দোলন সংগঠিত করে মনাদা নেতৃত্বে ও বি.পি.বি.ই.এ.-র সহযোগিতায়। রাজ্য সরকার বাধ্য হয় এই আইন প্রত্যাহার করতে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে মনাদার যোগদান প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর মধ্যে ভ্যানিটি ছিল না, সহজেই তার কাছে কথা বলা যেত। তাঁর প্রতি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের যে শ্রদ্ধা ভালবাসা

দেখেছি তা মনে রাখার মত। তিনি শুধু নেতা ছিলেন না ছিলেন নেতার নেতা। সার্ভিস কমিশন, লেবার অ্যাক্ট সমবায় আইন ও বিভিন্ন আইন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করেছি। সমবায় ব্যাঙ্কের পে-কমিটি, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের শাস্ত্রী কমিটি ও বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কে কর্মচারীদের সমস্যা যেভাবে মোকাবিলা করেছেন তা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ব্যাঙ্ক কর্তৃপেক্ষর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি ব্যবস্থা করলে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে মনাদার পরামর্শ আমাদের যেভাবে শিক্ষালাভ হয়েছে তা ভুলতে পারবো না। নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কাস্টমারী বোনাস বন্ধ করে দিয়েছিল, তা মনাদার পরামর্শে বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে লেবার কমিশনার, Industrial Tribunal শেষে High Court পর্যন্ত বিচার চলে। সবক্ষেত্রে ইউনিয়নের জয় হয় কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অনঢ় মনোভাবে ফয়শালা হয় না। শেষে মনাদার উপদেশ নিয়ে ইউনিয়ন Tribunal রায় কার্য্যকর না করার জন্য I.D. Act. Section 33, Violation অভিযোগ দায়ের করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে Arrest Warrent করা হয়। এইরকম কেসে এ রাজ্যে নজীর সৃষ্টি হয়। Industrial Tribunal এ কেস চলাকালীন মনাদা যেভাবে বিভিন্ন কেসের নানা দিক তুলে ধরে সওয়াল করেছিলেন তা দেখে কোর্টের উকিলর প্রশংসা করেন। কোর্টের মনাদার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। ইউনিয়নের কাজের স্বার্থে মনাদার বাড়ী আমার অবাধ বিচরণ ছিল। আমার বাড়ীতে কয়েকবার এসেছিলেন আপ্যায়ন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর বক্তৃতা মন দিয় শুনতাম। মনাদা আমার একার গুরু নয় অনেক ব্যাঙ্ক কর্মচারী নেতারও গুরু ছিলেন। শুধু এ রাজ্য নয় সারাভারতে তাঁর প্রভাব ও পরিচিতি ছিল। মনাদাকে হারিয়ে আমরা অভিভাবক হীনতায় ভুগছি। তাঁর অবদান বিশেষ করে সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা চিরকাল মনে রাখবে। তাঁর স্মৃতি সমবায় ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের হৃদয়ে গাঁথা থাকবে। মনাদাকে নিয়ে অনেক কথা স্মৃতির পাতায় তোলা থাকলো।

"মনাদা তোমাকে
আমরা ভুলছি না
ভুলবো না।"

তুমি রবে হৃদয়ে মম

তপন কুমার বসু
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল ভারত সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন ও নিখিলবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশন

কমরেড মনাদা গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৩ এই পার্থিব জগত ছেড়ে চির ঘুমের দেশে চলে গেছেন। বিগত বেশ কয়েকমাস ধরে মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হতো। কয়েকমাস আগেও তিনি নিয়মিত ধর্ণা, মিছিল, মিটিং ও সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে ইউনিয়ন কার্য কলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন।

তিনি AIBEA এর সাবেক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ABCBEF এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৮৭ সালে গঠিত AIBCBEF এর অন্যতম সহ সভাপতি ছিলেন। কেবল একবার ছাড়া তিনি AIBEA office bearer আর সদস্য হন নি কিন্তু BPBEA -এর দীর্ঘদিন সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে যে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে AIBEA -এর বিভিন্ন সম্মেলনে তা পরিলক্ষিত হতো। বাংলার বক্তা হিসাবে যখনই তার নাম ঘোষিত হতো তখনই সম্মেলন কক্ষের সমস্ত প্রতিনিধি ও পরিদর্শক গণ সমবেতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিবাদন ও স্বাগত জানাতেন। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে তিনি এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে 'মনাদা' নামটা একটা ঘরোয়া পারিবারিক নাম হয়ে গিয়েছিল। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা আজকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা যেমন বেতন, চাকুরী শর্তাবলী ও সামাজিক সম্মান ভোগ করেন তার সবটাই মনোরঞ্জন বসুর অবদান।

বিগত শতাব্দীর ৬০-৭০ দশকে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য ব্যাপী সংগঠিত করা কী ভীষণ কষ্ট সাধ্য ও পরিশ্রমের কাজ ছিল আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তা কল্পনাও করতে পারি না। এখন কার দিনের মত টেলিফোন ও যাতায়াতের কোন সুব্যবস্থা ছিল না। এইরকম এক পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়ে দু-দুটো পে কমিটি কৃষ্ণমূর্তী পে কমিটি ও বি বি মণ্ডল পে কমিটি গঠন ও তা থেকে সাফল্য বের করে আনা যা ছিল সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কাছে দিক পরিবর্তনের মত। কমরেড সুশীল ঘোষ প্রাক্তন AIBEA-এর কার্যকরী কমিটির সদস্য ও AIBCBEF-এর প্রাক্তন সভাপতি এই দুই পে কমিটিতে মনাদার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

মনাদা যে কেবলমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উন্নয়নকল্পেই নিয়োজিত ছিলেন তা কিন্তু নয়। তিনি সমানভাবে সমবায় ব্যাঙ্ক শিল্পটিকে রক্ষা করা, শক্তিশালী করা, গ্রামীণ অর্থনীতি, আমানতকারী ও শেয়ার হোল্ডার প্রভৃতিদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা ভাবতেন।

আজ আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে যখন রাজ্যের চারটি কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং কাটোয়া কালনা সি. সি. বি. মোরেটোরিয়ামে চলে গিয়েছিল তখন কমরেড মনোরঞ্জন বসু BPBEA-এর পরামর্শ ও সহযোগিতা ও সাংগঠনিক শক্তির জোরে ব্যাপক প্রচার ও ধর্ণা সংগঠিত করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ধারাবাহিক সাংগঠনিক চাপ ও আন্দোলনের ফলে রাজ্য সরকার সমবায়

আইনে একটি নতুন ধারা সংযোজন করেন। যা হোল DCCB গুলো রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের বা অন্য কোন CCB সাথে সংযুক্ত করা যাবে। ফলে কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা CCB রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে এবং কালনা কাটোয়া CCB বর্ধমান CCB সাথে সংযুক্ত হবার পথ প্রশস্ত হয়। এতে করে কর্মচারীরা, শেয়ার হোল্ডার ও আমানতকারীগণ শুধু রক্ষা পাননি তাই নয় বরং তারা একটি শক্তিশালী সমবায় ব্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। ঐ সমস্ত ব্যাঙ্কের সাথে সম্পর্কিত যে সমস্ত ব্যাক্তি আজও জীবিত আছেন তাদের কাছে সেই স্মৃতি সতেজ আছে এবং তারা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

কেবলমাত্র তাই নয় ১৯৮৪ সালে বালুরঘাট ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে চলে যায় তখন কর্মচারীরা ও তাদের পরিবার বর্গ ব্যাঙ্ক ও জেলা শাসকের অফিসের সামনে দীর্ঘ ধর্ণা ও অন্যান্য আন্দোলন মুখি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যার ফলে সরকার লিকুইডেশন আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৮৪ সালের পর থেকে বর্তমানে ব্যাঙ্কটি তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করে চলেছে। একরকম ঘটনা কোচবিহার ARDB ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও ঘটে।

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন এবং সাধারণভাবে সমগ্র ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না মনোরঞ্জন বসুর ত্যাগ তিতিক্ষা ও অবদানকে সঠিকভাবে স্বীকার করা না হয় আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে তিনি একটি বিদেশী ব্যাঙ্ক Standard Chartered Bank-এর কর্মী ছিলেন। ইচ্ছা করল একটি সুখী জীবন যাপন করতে পারতেন। তিনি দু-দুবার ছাঁটাই হয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুই তাকে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কমরেড রাজেন নাগরের সাথে একত্রে তার লেখা বই Bank Employees Service Condition যা বহু তথ্য সমৃদ্ধ, আজও আমাদের কাছে এক মূল্যবান দলিল।

AIBCBEF যখন সবে ভূমিষ্ঠ হয়ে দিনের আলো দেখা শুরু করার দিনগুলোতে তিনি ছিলেন মুখ্য কারিগর। এইরকম একজন দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও ভবিষ্যত দূর দৃষ্টি ব্যক্তিকে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেললাম। সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের উন্নতি কল্পে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক শিল্পটিকে শক্তিশালী করার জন্য তার অবদান আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাকে আমরা চিরতরে হারালেও তিনি আমাদের হৃদয়ের মাঝে চিরকাল বিরাজ করবেন। তুমি রবে হৃদয়ে মম।

লাল সেলাম কমরেড মনোরঞ্জন বসু।

মনাদা স্মরনে দু-চার কথা

শিবপ্রসাদ বাউল

সেদিন বিকেল ৫-৫.৩০ হ'বে। বাইরে একটা চেয়ার নিয়ে বসে প্রতিদিনকার মত Whatsapp এ massage গুলো দেখে নিতে বসি। হঠাৎ নজরে পড়ল আমাদের শ্রদ্ধেয় রাজেনদা (রাজেন নগর) মনাদা সম্পর্কে কি যেন লিখেছেন। খালি চোখেই দেখছিলাম। ভাবলাম মনাদার বয়স হয়েছে। হয় Hospitalised হয়েছেন। তারপর তড়িঘড়ি চশমাটা ভালভাবে পরে নিয়ে একটু মননিবেশ করতেই দুঃসংবাদটা নজরে এল। তাও মনে হল ঠিক পড়ছি তো? আরো একবার, আরো একবার দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলাম। নাঃ ভূল হয়নি, ঠিকই দেখছি। মনাদা আর নেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন মোচর দিচ্ছে। গলার ভেতরে আঁটির মত কি যেন আটকে আছে চোখ গুলো কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। নিজেকে সামলানোর জন্য অনেক শান্তনা খোঁজার চেষ্টা করছি। ভাবছি মনাদার বয়স হয়েছিল। তাছাড়া তিনি অনেকদিন থেকেই সক্রিয় নেই। আমাদেরও অনেক বয়স হয়েছে। তিনিও (মনাদা) কোন মহামানব নন্ যে। তিনি রাস্তা দিয়ে যাবেন বলে দু'ঘন্টা আগে থেকে পুলিশ রাস্তার দখল নেবে, ভুল করে কেউ রাস্তায় ঢুকে পড়লে পুলিশ লাঠি নিয়ে তেরে আসবে। তিনি অতি সাধারণ মানুষ। একটা আট-পৌরে নাম মনা (মনোরঞ্জন) বোস। আমাদের শ্রদ্ধার, আমাদের ভালবাসার আমাদের আদরের মনাদা। এতসব ভাবনার পরও নিজেকে সামলানো যাচ্ছেনা। ভিতরের আবেগ চেপে রাখা যাচ্ছে না। অশ্রু হ'য়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে চায়। এক এক বার মনে হচ্ছে আমরা সবাই ছিলাম একই ছাদের তলায় । তা সে যত পুরানোই হোক্। তবু ছাদ ছিল। আজ আর তা নেই। মনে ভয় হয়। আমরা অনাথ হয়ে যাবো না তো? এমন সময় গিন্নী ঘরে ঢুকে পড়েছে, আমাকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে বলছে - "কি ব্যাপার? তোমার চোখে জল? কোন দুংসবাদ আছে না কী? আমি বললাম হ্যাঁ। আমাদের মনাদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তিনি পরলোকগত হয়েছেন। গিন্নী বললেন, "কোন মনাদা? সেই যিনি ঋষির মত দেখতে? যিনি আমাদের মাকুরগ্রামের বাড়ীতে এসেছিলেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা যে যার মত পড়তে বসেছে, তুমি উনার কাছে বক্‌বক্ করে গেছো। উনি তোমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই চুপ কর। ছেলে মেয়েদের গুণ গুণ করা সমবেত আওয়াজটা শুনতে খুব ভাল লাগল। আমাকে একটু শুনতেদে। তখন তুমি বললে তাহলে কি খাবেন বলুন? উনি বললেন তেলেভাজা মুড়ি খাবো (বাড়ীর তৈরী তেলে ভাজা)। তুমি আমাকে ইশারা করলে ব্যবস্থা করার জন্য।

রাত আটটা বাজলো। DCCB বাঁকুড়া থেকে বারে বারে ফোন আসছিল আমাদের বাঁকুড়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য। আমরা মাকুরগ্রামে আসার সময় বাসে এসেছিলাম (মনাদার ইচ্ছায়)। উনি বললেন গাড়ী পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই। বলেছে আমরা বাসে করেই ফিরবো। এরকম কথাবার্ত্তার মাঝখানে বাইরে গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ পেলাম। বেড়িয়ে এসে দেখি গাড়ী এসে গিয়েছে। শুনে মনাদা একটু বিরক্ত হলেও বললেন, চল কি আর করা। গাড়ী যখন বাসু (বাসুদেব ব্যানার্জ্জী, JS, BDCCB) পাঠিয়েই দিয়েছে, তখন কী আর করা। যাওয়া যাক্ এই বলে

আমাদের বাড়ীর ছেলে মেয়েদের আশীর্বাদ জানিয়ে ব্যাংকে ফিরে এলেন। সঙ্গে অবশ্যই আমি এটা সম্ভবত বাঁকুড়ায় যে বার সম্মেলন হবে সেই সময়কার ঘটনা। পরের দিন বাড়িতে এসে শুনলাম, মাকুরড়রামের অনেক মানুষ এসে আমার ভাইকে এসে জিজ্ঞেস করেছেন, "আচ্ছা বাউলদার কাঁধে হাত দিয়ে যে ভদ্রলোক তোমাদের বাড়ীতে এলেন উনি কে? তিনি তো সামান্য মানুষ নন? তারপর আমার ভাই তাদের কৌতুহল মিটিয়েছে। আর একটা ঘটনা। সেটা বড় ট্রাজিক। মনাদার পারিবারিক সম্পর্কিত এক ভাই (মনাদার খুবই ঘনিষ্ট) বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন কেশেকোল (কেশিয়াকোল) নামক গ্রামে গোকুল দে নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকতেন। গোকুলবাবু ছিলেন মনাদার ভাইয়ের অফিসের আর্দালি। মনাদার ভাই কোন দপ্তরের অফিসার ছিলেন আমি ঠিক জানি না। তবে তিনি বিয়েথা করেন নি। তাই অবসর গ্রহনের পর গোকুলবাবু তাঁর জীবনটা এখানে (কেশিয়াকোলে) কাটাবেন বলে। বাড়ীর সকলে উনাকে সাহেব বলেই সম্বোধন করতেন। আমি একবার মনাদার কথা মত সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম গোকুলবাবু ও তার পরিবার তাদের সাহেব কে সাহেবের মতই রেখেছে। কিন্তু বয়সজনিত কারণে সাহেব কিছুটা অসুস্থ। একথা মনাদাকে জানানো হলে তিনি বললেন "আমিতো বাঁকুড়ায় যাচ্ছি বাঁকুড়া DCCB এর Silver/Platinum Jubille Celebration এ। আশা করি তুমি নিশ্চয়ই থাকবে। ঐ সময় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাবো।" আমি বললাম অবশ্যই আসুন। আমি আপনাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। সেই মত বাঁকুড়া DCCB Association এর কর্মকর্তা যথা - শ্রদ্ধেয় চণ্ডীদা, বাঁসুদা ও সৈকতবাবুর সাথে আলোচনা হল, অনুষ্ঠানের আগেরদিন মনাদা আমাদের Guest Room এ থাকবেন আমি সঙ্গে থাকবো। পরের দিন সকাল বেলায় স্নান সেরে মনাদাকে নিয়ে কেশোকোল যাবে। উনার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। Breakfast ওখানেই হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মনাদার যেদিন বাঁকুড়ায় আমার কথা তার আগের চিহ্ন সম্ভবত দুপুরে উনার ভাই মারা গেছেন এবং সন্ধ্যায় তাঁকে দাহ করার জন্য গঙ্গায় ত্রিবেণী ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সৈকতবাবু হঠাৎ ফোনে বলছেন আপনি অফিসে আছেন তো? আমি বললাম আছি। চলে আসুন। উনি এসে বললেন একটা গোপন আলোচনা আছে। তখন বললাম, চলুন Guest Room এ যাই। দু'জনে Guest Room এ ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করলাম। সৈকত বাবুর মুখ খুব থম থমে। আমি বলালম কি হয়েছে বলুন তো? আপনাকে এ-রকম দেখাচ্ছে কেন? তারপর উনি সমস্ত ঘটনাটা বললেন এবং জানালেন সত্যিটা বললে উনি আর আসবেন না। আর না এলে আমরা খুব বিড়ম্বনায় পড়বো। মনাদা আসছেন শুনে কর্মচারীদের মনে খুব উদ্দিপনা দেখা দিয়েছে। এখন যদি সবাই জেনে যায় মনাদা আসছেন না, তাহলে পুরো ব্যাপারটা এলোমেলে হয়ে যাবে। কর্মচারীরা বিশেষতঃ যারা ফ্যামিলিম্যান তারা সবাই সপরিবারে আসবে। এমত পরিস্থিতিতে উপায়টা কি? একমাত্র উপায় হ'ল - মিথ্যে বলতে হ'বে। অথচ আমাদের দু'জনেরই মিথ্যে বলা অভ্যেস নেই। আর এছাড়া উপায়ও নেই। এই ঠিক হ'ল - আমি রাত্রে বাঁকুড়ায় থাকবো না। বাড়ী চলে আসবো। শুধু নাইট গার্ড থাকবে। নাইট গার্ড ছেলেটি বেশ ভালো। মনাদাকে বেশ শ্রদ্ধা করে। ওকে বললাম দেখো আমার বাড়ী থেকে ফোন এসেছিল। আমার বাড়ী যাওয়া খুব প্রয়োজন আছে। আমি সকাল ৮টার মধ্যে ব্যাঙ্কে-এ ঢুকে যাবো। তুমি মনাদাকে একটু যত্ন নিয়ে দেখভাল করো। সৈকতবাবু ঠিক করলেন মনাদা ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস

করলে বলবেন - "আগামীকালের উদ্বোধনীর প্রস্তুতি নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, তাই বিশেষভাবে খবর নেওয়ার সুযোগ পাইনি। তবে যা শুনেছি পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে নেই। আপনি চলে আসুন বাউলবাবু আপনাকে আগামীকাল সকাল ৮.৩০ - ৯টার মধ্যে আপনাকে কেশোকেলে আপনার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবো। পরিকল্পনা মত সারাদিন ও রাতটা শেষ হল। আমি সকাল ৮টায় একেবারে তৈরী হয়ে ব্যাঙ্কে-এ ঢুকলাম এক বুক দুশ্চিন্তা নিয়ে। এইভেবে যে, সবশুনে যদি বলেন আমি এক্ষুনি বাড়ী যাবো। তোরা শুধু নিজেদের প্রয়োজনটাই ভাবলি। আমার কথা ভাবলি না। তাহ'লে তো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এইভাবে দুরুদুরু বুকে অফিসে ঢুকেই নাইট গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম মনাদা কোথায় ? ও বললেন বাথরুমে স্নান করছেন। আমার আওয়াজ শুনেই বাথরুমের ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করলেন বাউল এলি ? আমি বললাম হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা আমার ভাইয়ের কিছু খবর জানিস্। উত্তরে আমি বললাম না দাদা বিকেলে খবর নেওয়ার সুযোগ পাইনি। আমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছিল। আমরা আর একটু পরেই তো পৌঁছে যাবো। আপনি বরং তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। উনি বললেন, সেই ভালো। উনি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা রিক্সা নিয়ে উঠে পড়লাম। মনে মনে ঠাকুর ডাকছি। ঠাকুর। এবার বল আমি কী বলবো ? ঠাকুর বললেন - "করজোড়ে সত্যিটা বলে ফেলো। এছাড়া উপায় নেই। গন্ধেশ্বর নদী পার হয়ে ভয় সংকোচ, দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে আমার আওয়াজটা এমন বেরিয়ে এলো যে, মনাদা শান্ত কণ্ঠে সব শুনলেন, আমাকে কিছু বললেন না। ইতিমধ্যে আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। গোকুলবাবুর বাড়ীর লোক মনাদার উপস্থিতিতে কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। মনাদা ধমক দিয়ে গোকুলবাবুকে বললেন, এসব করে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না। তোমরা - ভাইয়ের দেহ সৎকারের জন্য ত্রিবেণী যেতে পারলে আর আমাকে কলকাতায় একটা খবর দিয়ে জানাতে পারলে না। যাইহোক্ এইভাবে অনেক কথান্তর ও মনাদার পর আমরা রওনা দিলাম বাঁকুড়ার দিকে। রিম্পাই যেতে যেতে বললেন, "আমি কলকাতা ফিরে যাবো। আমি কোন বিতর্কে না গিয়ে বললাম চলুন আগে তো অনুষ্ঠান স্থলে যাই, উনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তারপর না হয় ভাবা যাবে। উত্তরে উনি বললেন ভাবাভাবির কোন ব্যাপার নেই আমাকে ফিরতেই হবে। সে না হয় হল, কিন্তু আপনাকে তো আমরা একা ছেড়ে দিতে পারি না। সঙ্গে কাউকে যেতে হবে। প্রয়োজনে আমি আপনার সাথে যাবো। উনি বললেন না না, তার কোন প্রয়োজন নেই আমি একাই যেতে পারবো। এই কথাবার্তার মধ্যেই আমরা ব্যাংকে পৌঁছালাম। ব্যাংকে-এ পৌঁছাতেই মনাদাকে স্বাগত জানাতে সবাই এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এলেন স্বয়ং ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান মাননীয় ৺অজিত কুমার গাঙ্গুলী মহাশয়। একটা জটিল শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যে মনাদা ফিরে যাওয়ার কথা বললে অজিতবাবু বললেন, "আপনি যদি এখানে না এশে কেশোকোল থেকেই ফিরে যেতেন, তাহলে আমাদের কিছু বলার ছিল না। তাছাড়া আপনি হাজার চেষ্টা করলেও আপনার ভাই আর ফিরবে না। তাছাড়া আপনার শুধু একটা ভাই নয়। আপনার তো অগণিত ভাই তারা সবাই আপনার উপস্থিতির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। মনাদা আর কোন উত্তর করলেন না। চুপ করে গেলেন। বিকেল ৩টা। আজকের সভার উদ্বোধক মনাদা। উদ্বোধনী মঞ্চে মনাদাকে নিয়ে যাওয়া হল। সভার সঞ্চালক উদ্বোধকের কথা মাইকে ঘোষণা করতেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে পড়লেন মনাদা, দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তব্য রাখলেন। সভার হাততালি শেষ হওয়ার আগেই মঞ্চে

বসার যায়গায় ফিরে এলেন। তিনি কোন দিনই হাততালির প্রত্যাশি ছিলেন না। তাছাড়া তিনি যতক্ষণ বক্তৃতা করলেন দেখে একবারও মনে হল না তিনি শোকাহত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হ'তেই শুরু হল সঙ্গীতানুষ্ঠান। সংগীত আসরে গাইছিলেন সঙ্গীত শিল্পী উৎপলেন্দু চৌধুরী। উনার গান শেষ হ'তেই মনাদা হল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল। আমার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যথাটা অন্য কিছু নয় তো? উনি বিরক্ত হয়ে বললেন না না ব্যপার বুঝিস না কেন। আমি বললাম ঠিক আছে চলুন আপনাকে আমি ভাল যায়গাতেই নিয়ে যাবো। আমার সংগীত গুরু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি বিষ্ণুপুরী ঘরানার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী (অত্যন্ত দুঃখের কথা, তিনিও সদ্য প্রয়াত হয়েছেন)। ব্যাংকের অন্যতম ডাইরেক্টর মাননীয় কিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন মনাদাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? আমি বললাম ধীরেনবাবুর কাছে। উনিও উচ্ছসিত হ'য়ে বললেন, হ্যা, ঠিক যায়গায়। তবে তাড়াতাড়ি ফিরবেন। বললাম ঠিক আছে।

এই সময়টায় গুরুজী নিজে রেওয়াজ করেন (সন্ধে ৭ - ৭.০ টার) মনাদা বলছেন, তুমি উনাকে বিরক্ত করবে না। আমি বাইরে থেকে জানালা দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনবো। আমি মনাদাকে জানালার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চুপি চুপি পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে মা'কে ফিস্ ফিস্ করে ঘটনাটা বললাম। মা বললেন তুমি উনাকে পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে নিয়ে এসো (মা নিজেও একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন, তিনিও দু'বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন) উনার পরামর্শমত মনাদাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসালাম। মা নিজ হাতে আমাদের জন্য কফি নিয়ে এলেন। কফি খাচ্ছি, এমন সময় গুরুজীর গান বন্ধ হয়ে গেল। উনি উঠে এসে আমাদের দেখতে পেয়ে সবিস্ময়য়ে মনাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে আপনি? আপনি তো সামান্য মানুষ নন্! আমার গান এখন বন্ধ হওয়ার কথা নয়! আমায় যেন কে বলছেন যাও গিয়ে আপ্যায়ন কর। তোমার বাড়ীতে একজন অতিথি এসেছেন। আমি গুরুজীকে আলাদা করে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সবিস্তারে সব কিছু জানালাম। গুরুজী আমাকে আসস্থ করে বললেন, "তোমার কোন চিন্তা নেই আমি এখনই ব্যবস্থা করছি।" এই বলে ভেতরে ঢুকে মনাদাকে নিয়ে রেওয়াজ এ বসলেন এবং বিভিন্ন রাগ-রাগিনী নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে তা গেয়ে শোনাতেও লাগলেন। এইভাবে প্রায় ১-১.৩০ ঘন্টা কাটলো। মনাদার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝোরতে লাগলো। এরই মাঝে ব্যাঙ্ক থেকে ফোন আসতে থাকলো মনাদাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে গাড়ী এসে গিয়েছে, বাধ্য হয়ে উঠতে হল। মনাদাও বললেন, "হ্যাঁ এবার চলো" এই বলে গুরুজীকে ও মাকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, "মনটা অনেক পরিস্কার হল।" থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে পৌঁছলে সবাই তড়িঘড়ি মনাদাকে খাইয়ে দিতে চাইলেন উনার মনটা অনেকটা পরিস্কার থাকার জন্য। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে মনাদা বললেন, "আমি এই কোলাহলের মধ্যে থাকতে পারবো না। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো।" আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাঙ্কের গেষ্ট রুম এর কথা বললে উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা আমাদের ব্যাঙ্কে এসে রাত্রে থাকলাম। আমি কিছুক্ষণ জেগে থেকে দেখলাম মনাদা ঘুমচ্ছেন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ফ্রেশ হয়ে নিয়ে সভাস্থলে এসে ব্রেকফাস্ট সারলাম। কলকাতা থেকে তপনদা ও রাজেনদা পৌঁছানোর পর তপনদাকে সব কিছু অবগত করলাম। সভা শেষে খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকলে তপনদা মনাদাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা ফিরলেন।

এইভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডের গ্রীণরুমের আলাপচারিতায় কখনো আলোচনা সভায়, কখনো বা ব্যক্তিগত জীবনচর্চায় ১৯৭৬ সাল থেকে মনাদার সান্নিধ্য লাভ করেছি। কখনো কখনো নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয় এই ভেবে যে, এইরকম একজন সর্বত্যাগী সন্নাসীর সান্নিধ্যে আমাদের কর্মজীবন কেটেছে। তাই মনাদা স্বশরীরে বাস্তব জীবনে না থাকলেও তিনি থাকবেন আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরস্থায়ী হয়ে।

জয়তু মনাদা।

তোমাকে প্রণাম।

মনাদাকে যেমন দেখেছি

অমরনাথ বেরা

সালটা ৭৮ টি ৭৯ হবে — একদিন সকাল বেলায় আরও কয়েক জনের সাথে বেটে খাটো, একমুখ দাঁড়ি পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি যা সম্ভ্রম জাগায়। আমাদের ব্যাঙ্কে এসে হাজির। তখন আমাদের বালি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় খোলা থাকতো। সকাল বেলার সিফ্‌ট-এর ছুটি হয়েছে, ব্যাঙ্কের সামনে আমাদের কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের পরিচয় দিয়ে ABCBEF সম্পর্কে অবহিত করে সদস্য পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন। আধ ঘন্টার মত কথা বলে সেদিনের মত চলে যান। পরে আরও কয়েকদিন একই অনুরোধ নিয়ে এসেছে। ABCBEF এ যোগদান নিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে জোর চর্চার শুরু হয়। পক্ষে বিপক্ষে মত বিনিময় হতে থাকে। কতিপয় কর্মচারী বন্ধু যোগদান নিয়ে তীব্র বিরোধীতা করেন। আমাদের ইউনিয়নটি সবে কয়েক বছর গঠিত হয়েছে এবং বোনাসের দাবিতে ট্রাইবুনালের রায়ে জয়যুক্ত হয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের প্রতি নজর ছিল যাতে কেউ ইউনিয়ন করতে না পারে। আমরা যারা নতুন তাদের অধিকাংশ যোগদানের পক্ষে ছিলাম সেই মতো হাওড়ায় এক Working Committee-র সভায় উপস্থিত হয়ে ফেডারেশনে যোগদান করি। ১৯৮০ সালে নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করি।

এরপর থেকে মনাদার সাথে সম্পর্ক বেড়ে ওঠে। Chartered of Demand, Service Condition, বোনাস প্রভৃতি নিয়ে মনাদার কাছে কখনো গেছি ২০, স্ট্যান্ড রোড, আবার কখনও চার্টার্ড ব্যাঙ্কের ইউনিয়ন অফিস ঘরে আর সর্বপরি ২০ডি, শেক্সপিয়র সরণি ফেডারেশনের অফিস ঘরে। প্রকৃত শিক্ষকের মত সমস্ত কিছু শিখিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। ভুল হলে শুধরে দিয়েছেন। মনাদার সম্পর্কে লিখতে বসলে, স্মৃতির মণিকোঠা থেকে বহু স্মৃতি জেগে উঠছে, যা লিখতে গেলে শেষ হবে না। তাই স্মৃতির মণিকোঠা থেকে দু-একটি স্মৃতি চারণ করবো যা আমার জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে।

মনাদার সময়ানুবর্তিতা। আমার বেশ মনে আছে আমাদের ইউনিয়নের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আসতেন। প্রথমবার যখন তিনি আসেন, সকাল ৯টায় আসবার সময় ছিল। তিনি বাস থেকে ঠিক ৯টার সময়ই নামলেন। পরবর্তীকালে তাকে কখনও কোথাও কোন মিটিং মিছিল সম্মেলনে দেরি করে উপস্থিত হতে দেখিনি। মঞ্চে বা রাস্তায় সবার আগে মনাদা হাজির।

একটা আদর্শ, একটা লক্ষ্য, একটা শ্রেণির প্রতি তদের ন্যায্য আইনী অধিকারের জন্য শেষ দিন পর্যন্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের জন্য পরবর্তীতে সমবায় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের জন্য যতগুলি কমিটি, উল্লেখ্য কৃষ্ণ মূর্তি পে কমিটি ও বি বি মণ্ডল পে কমিটি ও ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে তার উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। এক সাক্ষাৎ কারের (যা সমবায় সংগ্রাম পত্রিকার ২৬/০৯/২২ সংখ্যায় প্রকাশিত) মধ্যে দিয়ে জানতে পারি যে কি কঠিন পরিস্থিতিতে কত কষ্ট ধৈর্য্য ও

সাহসিকতার মধ্যে দিয়ে সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি একটি বিদেশী ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। তিনি চাইলে স্বচ্ছন্দে সুখে সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারতেন। দু-দুবার ছাটাই হয়েও তিনি পথ পরিবর্তন করেননি। বর্তমানে সামান্য ট্রান্সফার অথবা টাকার জন্য আজ এই ইউনিয়নতো কাল অন্য ইউনিয়নে।

এই আদর্শ বোধ, কর্মচারীদের প্রতি মমত্ব বোধই বোধ হয় মনোরঞ্জনদাকে সহজ সরল নিরহংকারী করে তুলেছিল। কখনও কোন অবস্থাতে মনাদাকে — 'আমি এই করেছি — এই ঐ করেছি' বলতে আমি অন্তত কোন দিন শুনিনি। এই ধরনের প্রশ্নে সব সময় মুচকি হেসে এড়িয়ে গেছেন। সব সময় সংগঠনের কি করলে ভালো হবে সে কথাই বলতেন। আরও একটি বিষয়ে না বললে হয় না। তা হলো তার প্রখর স্মৃতি শক্তি। কবে কোথায় কখন কি ঘটেছিল তা মুহূর্তে মনে করতে পারতেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে আমরা কয়েকজন তার বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিতে যাই। সেখানে আমাদের প্রশ্নের জবাবে তার স্মৃতির ঝাপি থেকে সব উত্তর দিয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য তার সেই বিরল সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ধরে রাখতে পারিনি। আর আইন বিষয়েও তিনি ছিলেন অসীম জ্ঞানের অধিকারী, সুপণ্ডিত। তার সমবায় ভাবনায় সব সময় দেশের কৃষকদের কথাই প্রাধান্য পেত।

আমার পরিবারের সাথে মনাদার ঘনিষ্ঠতার স্মৃতিচারণ করে আমার লেখাটি শেষ করব। সালটা ১৯৯৮ শিলিগুড়ি সম্মেলনে আমি সমবায় সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পাই। এই দায়িত্ব পাবার পর পত্রিকা প্রকাশনা বিষয়ে মনাদার পরামর্শ চাই। অফিসে বসে এ বিষয়ে ঠিক মত কথা বলা যাবে না বলে মনাদাকে আমার বাড়িতে আসার অনুরোধ করি। তিনিও রাজি হয়ে যান এবং বিরতিদা (দে) কেও আসার কথা বলতে বলেন। কারণ বিরতিদার পত্রিকা প্রকাশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল। দুজনেই আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশনা নিয়ে দুজনের মূল্যবান ও সুপরামর্শ পত্রিকা প্রকাশে আমায় অনেক সাহায্য করেছে। ঐ দিনটি ছিল আমাদের পরিবারের কাছে Red Letter Day সেই সুখ স্মৃতি আমি ও আমার স্ত্রী আজও ভুলতে পারি নি। দুপুরে মেনুতে ভাত ডাল মাছের পদ ছাড়াও আমার স্ত্রীর রান্না করা শুক্ত (মনাদা শুক্তনী বলতেন) খেয়ে এত তৃপ্ত হয়েছিলেন যে পরবর্তীকলে আমার সাথে খাবার কথা হলেই এই শুক্তোর কথা বলতেন।

তার মৃত্যু সংবাদে আমরা দুজনে মনাদার আসার দিনের স্মৃতিচারণ করেছি। মনাদার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে চির জাগরুক হয়ে থাকবেন।

আমার পথ প্রদর্শক হয়ে থেকে যাবেন।

Com. Monoranjan Bose on AIBEA 30th Conference

Com. Monoranjan Bose the last of the titan of the bank employees movement expired on 8th February, 2023 leaving behind him thousands of followers, admirers and bank union activists. He had immense knowledge in trade union laws, Co-operative lose and different awards and settlements. Along with Com. Prabhat Kar he was dismissed by Lloyeds Bank management in Sept, 1948. Afterwards he joined Eastern Bank which has later taken over by Standard Chartered Bank. He was one of the seven Members' Council of Action which led 31 days Bank Strike in West Bengal, called by BPBEA. He represented Workers before Sastry Tribunal, Labour Appellate Tribunal and Desai Tribunal. He was former Treasurer of AIBEA and Vice President of BPBEA. He was former General Secretary of All India Chartered Bank Employees' Federation and former President of All Bengal Co-operative Bank Employees Federation and also led All India Co-operative Bank Employees' Federation. He was advisor of AICBEF till his last breath. From the day of Foundation of AIBEA on 20th April, 1946, he remained leader and soldier of AIBEA till death.

COM. MANORANJAN BOSE

At the 30th Conference of BPBEA

We lost the last link With great sadness, we record the death of Com. Manoranjan Bose, one of the veteran leaders of our AIBEA movement on 8th February, 2023. He was aged 95. He was not keeping good health for the past few months due to old age ailments and the end came peacefully at his house in Kolkata. Com. Manoranjan Bose belongs to the first generation of bank employees who thought, realised and dared to form trade unions for bank employees. He was in our AIBEA movement from 1946 till his end, thus serving the cause of bank employees for more than 75 years. He was the senior most living member of our glorious AIBEA family. With his demise, one of the very few links with the generation of founding fathers of our movement is snapped. Around the age of 18, in 1946, he joined the British owned Lloyds Bank where Corn Prabhat Kar was working. He was active in the Union right from the beginning. In 1948 Com Prabhat Kar was dismissed for leading the strike in support of Central Bank employees. To protest against this vindictive attack, employees of Lloyds Bank went on strike and Com. Manoranjan Bose was one of those dismissed by the Bank for this 'crime'. Thereafter he joined Eastern Bank and organised the employees in that Bank. He led several struggles in that Bank. Later, Eastern Bank was taken over by Chartered Bank. He became the All India General Secretary of our Federation in that Bank. In Bengal Provincial Bank Employees Association, he was a Vice President and played an important role in BPBEA in all their activities. He took keep interest in the problems of co-operative bank employees and was the Advisor in All India Co-operative Bank Employees Federation. He was also the Vice President and later the Advisor in All Bengal Co-op. Bank Employees Federation. It is remarkable that for more than 75 years, he served the cause of bank employees and AIBEA with utmost dedication and commitment. His poor health and old age never deterred him to be active in our movement. He used to attend all the programmes, meetings, rallies, Dharna, etc. and he was one of the most respected leader in West Bengal. He was regarded as the philosopher and guide in Bengal provincial Bank Employees Association.

With his demise, a great saga has ended. His contributions to our movement under AIBEA will be remembered for ever and the name of Com. Manoranjan Bose will inspire all of us forever.